বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

কেন এ মহামারী দুর্যোগ ও দূর্ভোগ?

♦♦♦

কুরআন ও হাদিসের আলোকে
বিশ্ব পরিস্থিতি গবেষণা পরিষদ
বাংলাদেশ কর্তৃক সম্পাদিত।

পরিবেশক
আল-ইখওয়ান পাবলিকেশন্স
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ভূমিকা

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি জগৎ সমূহের প্রতিপালক। ছলাত ও ছালাম বর্ষিত হোক হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি, আহলে পরিবারের প্রতি এবং সকল ছাহাবাগণের প্রতি।

সুপ্রিয়, পাঠক/পাঠিকাগণ!
'আছছালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহ'।
অত:পর মহান আল্লাহতা'য়াল প্রতি অগণিত প্রশংসা জ্ঞাপন করছি-যিনি আমাদেরকে বর্তমান বিশ্বের দূর্ভোগ পরিস্থিতি নিয়ে কুরআন হাদিসের আলোকে "কেন এই মহামারি, দূর্যোগ ও দূর্ভোগ" নামক বাস্তবমুখি বইটি লেখার ও প্রকাশের সুযোগ করে দিয়েছেন।
আশা করি বইটি পঠনের মাধ্যমে সকল মুসলিম নারী-পুরুষগণই উপকৃত হবেন এবং সত্য উপলব্ধি করার সুযোগ পাবেন।
অত:পর আমরা "কুরআন ও হাদিসের আলোকে বিশ্ব পরিস্থিতি গবেষণা পরিষদ বাংলাদেশ" এর পক্ষ হতে প্রতিটি পাঠক/পাঠিকা গণের নিকটেই বিষেশভাবে আবেদন রাখি এই যে, যখন এই বইটি পাঠ করবেন তখন সত্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে মনযোগ সহকারে পাঠ করবেন। যেন বইটির মমার্থ খুব সহজেই উপলব্দি করতে পারেন, তবেই আমাদের গবেষণা ও বইটি প্রকাশে আমাদের অন্তর আনন্দিত হবে।
আর যদি বইটির মরমার্থ্য সঠিকভাবে উপলব্ধী নাও করতে পারেন বা উপলব্ধী করার চেষ্টা বা ইচ্ছা না করেন, তবে এর প্রতিদান আল্লাহর নিকট পাব 'ইনশআল্লাহ্'।

الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰىهُمُ اللّٰهُ وَ اُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ۝۱۸

সুপ্রিয় পাঠক/পাঠিকাগণ! মহান আল্লাহতা'য়ালা বলেন-

অর্থ: “যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং ভালো কাজ সমূহের অনুসরন করে; এরাই হচ্ছে সে সব লোক, যাদের আল্লাহতা’য়ালা সৎ পথে পরিচালিত করেন আর এরাই হচ্ছে বোধ শক্তি সম্পন্ন মানুষ।”[১]

অত:পর আল্লাহতা’য়ালা আমাদের সকলকেই যেন- সত্য উপলব্ধী করার ও সত্য গ্রহনের তাওফীক দান করেন ‘আমীন’।

বইটি লিখতে শব্দ অথবা বানানে কোন ভুল পাঠকদের নজরে আসলে তা অবশ্যই ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন এবং পরবর্তী সংশোধনের জন্য অবগত করবেন।

নিবেদক
কুরআন ও হাদিসের আলোকে
বিশ্বপরিস্থিতি গবেষণা পরিষদ-বাংলাদেশ
১৩/৭/২২ ইং:

(১) সূরা আয-যুমার, আয়াত : ১৮

● কেন এই মহামারি, দূর্যোগ ও দূর্ভোগ:

প্রিয় পাঠক! এইকথা আমাদের সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করতে হবে যে- ২০১৯ ইং সাল থেকে গত প্রায় ৪ বছর আমরা বাংলাদেশসহ গোটা বিশ্বই একটি বড় বিপদ মুহুর্ত পার করছি। যার শুরু হয়েছে গত ২০১৯ ইং সালের ডিসেম্বর মাসে চীনের ওয়াং প্রদেশের করোনা ভাইরাস-এর সংক্রমনের মাধ্যমে। ভাইরাসটি চীনে দেখা দিলেও, তা শুধু চীনেই সীমাবদ্ধ থাকলো না। খুব দ্রুত গতিতেই ছড়িয়ে গেল বিশ্বের প্রায় সব দেশেই।

আর এই করোনা ভাইরাসকে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে আর এই সংক্রমনাত্তক করোনা ভাইরাসের আক্রমন চুপ থেকে মেনে নিতে পারল না, প্রভু সেজে বসে থাকা বিশ্বের বড় বড় দেশগুলো। তারাও তৈরি করলো করোনা ভাইরাস প্রতিরোধের বিভিন্ন টিকা প্রতিষেধক ও ভ্যাকসিন।

তাতে কি! কোন ভ্যাকসিনকেই যেন পরোয়া করলো না, করোনা ভাইরাস। সেও বিভিন্ন রুপে রূপনিতে শুরু করল।

ফলে বিশ্বের অর্থনৈতিক ধ্বংস খেলা শুরু হলো তখনই।

করোনা ভাইরাস বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন রুপ ধারন করে-আর প্রভু সেজে বসে থাকা বিশ্বের বড় বড় দেশগুলো করোনা ভাইরাসের সেই রুপগুলো চিহ্নিত করতে ও তার প্রতিরোধের জন্য প্রতিষেধক তৈরি করতে ব্যয় করে কোটি কোটি টাকা। তবুও কি করোনা ভাইরাসকে দমন করা সম্ভব হয়েছে?

করোনা ভাইরাস তো- নির্মূল হলোই না, বরং শুরু হলো অন্য এক বিপদ মূহুর্ত। বিশ্বের কোথাও- তীব্র খরা আবার কোথাও বন্যার ভরা ডুবি।এরই মাঝে আবার ভারতের পঙ্গপালের হানাও ছিলো উল্লেখযোগ্য। এখানেই শেষ কোথায়, সেই বিপদ মূহুর্তটি আরো বিপদ ও মারাত্মক রূপ নিতে শুরু করল দেখা দিল দূর্ভিক্ষ।

আর সেই দূর্ভিক্ষের প্রথম স্বীকার হলো ভারতবর্ষের একটি দেশ-"শ্রীলঙ্কা" যেন আল্লাহর রাসূল ﷺ এর বলে যাওয়া ভবিষ্যৎ বানীর বাস্তবতা শুরু হলো-"সুবহানাল্লাহ"। হযরত হুযাইফা رضي الله عنه বলেন, আমি আল্লাহর রাসুল ﷺ কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন- "অদূর ভবিষ্যতে এমন এক

মহামারীর প্রাদূর্ভাব হবে, যা না শেষ হতেই দূর্ভিক্ষ্য দেখা দিবে। আর সেই দূর্ভিক্ষটি শুরু হবে হিন্দুস্থান থেকে। আর এই দূর্ভিক্ষ থাকতেই হিন্দুস্থানের মুশরিকদের দ্বারা এক ফেতনা দেখা দিবে।
(আল্লাহু আকবার)
হাদিসটির বাস্তবতা আজ দিনের আলোর মত সুস্পষ্ট।
হিন্দুস্থান তথা ভারতবর্ষের একটি দেশ শ্রীলঙ্কা থেকেই দূর্ভিক্ষের শুরু। কিন্তু প্রিয় পাঠকগণ! কেউ কি একটু স্থিরভাবে চিন্তা করে দেখেছেন, ‘কেন এই মহামারি, দূর্যোগ ও দুর্ভোগ’ অবশ্যই তার পিছনে কিছু কারণ রয়েছে। কারণ ব্যতিত কখনোই আল্লাহতা’আলা মানবজাতিকে এই বিপদে ফেলবেন না। একথা তো আমাদের শিকার করতেই হবে, মহামারী, তীব্র খরা, বন্যায় ভরা ডুবি, যুদ্ধবিগ্রহ দূর্ভিক্ষ অনেক মানুষের প্রাণনাশের কারন।
দূর্ভিক্ষ আর তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠলে তো আর কোন কথাই নেই। মেনে নিতে হবে মানবজাতির এক-তৃতীয়াংশের ধ্বংস।
যেহেতু কেয়ামত ব্যতিত মহান আল্লাহতা’আলা মুহাম্মদ ﷺ-এর সম্প্রদায়কে সমুলে ধ্বংস করবেন না। সেহেতুই দূর্ভিক্ষ আর তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে এই অবাধ্য সম্প্রদায়ের এক- তৃতীয়াংশকে ধ্বংস করবেন। আর এটা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।
আর আল্লাহতা’য়ালা তো কুরআন মাজিদে বারবারই ঘোষণা করে দিয়েছেন-
যদি আমরা আল্লাহতা’য়ালার অবাধ্য হই তবে আল্লাহতা’য়ালা ও আমাদের শাস্তিস্বরূপ ধ্বংস করে দিবেন।
আল্লাহতা’য়ালা বলেন-

ءَاَمِنۡتُمۡ مَّنۡ فِی السَّمَآءِ اَنۡ یَّخۡسِفَ بِکُمُ الۡاَرۡضَ فَاِذَا هِیَ تَمُوۡرُ ﴿۱۶﴾ اَمۡ اَمِنۡتُمۡ مَّنۡ فِی السَّمَآءِ اَنۡ یُّرۡسِلَ عَلَیۡکُمۡ حَاصِبًا ؕ فَسَتَعۡلَمُوۡنَ کَیۡفَ نَذِیۡرِ ﴿۱۷﴾

অর্থ: “তোমরা কি নির্ভয় হয়ে গেছো তার সম্পর্কে যিনি আসমানে আছেন, তিনি ধ্বসিয়ে দেবেন জমীনকে তোমারদের সহ, অত:পর তা হঠাৎ থরথর করে কাঁপতে থাকবে। অথবা তোমরা কি নিরাপদ হয়ে গেছো তার

সম্পর্কে যিনি আসমানে আছেন যে, তিনি পাঠাবেন না তোমাদের উপর এক প্রচন্ড কংকর বর্ষণকারী ঝড়? তখন তোমরা নিশ্চিত জানতে পারবে কেমন ছিল আমার সতর্ক।"(২)

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন-

اَلَمۡ یَرَوۡا کَمۡ اَهۡلَکۡنَا مِنۡ قَبۡلِهِمۡ مِّنۡ قَرۡنٍ مَّکَّنّٰهُمۡ فِی الۡاَرۡضِ مَا لَمۡ نُمَکِّنۡ لَّکُمۡ وَ اَرۡسَلۡنَا السَّمَآءَ عَلَیۡهِمۡ مِّدۡرَارًا ۪ وَّ جَعَلۡنَا الۡاَنۡهٰرَ تَجۡرِیۡ مِنۡ تَحۡتِهِمۡ فَاَهۡلَکۡنٰهُمۡ بِذُنُوۡبِهِمۡ وَ اَنۡشَاۡنَا مِنۡۢ بَعۡدِهِمۡ قَرۡنًا اٰخَرِیۡنَ ﴿۶﴾

অর্থ: "তারা কি দেখেনি, তাদের আগে আমি এমন বহুজাতিকে বিনাশ করে দিয়েছি যাদের আমি পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠা দান করেছিলাম, যা তোমাদেরও করিনি। আকাশ থেকে তাদের উপর আমি প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করেছি, আবার তাদের মাটির নীচ থেকে আমি ঝর্ণাধারা (অর্থাৎ বন্যা) প্রবাহিত করে দিয়েছি, অত:পর পাপের কারনে আমি তাদের ধ্বংস করে দিয়েছি, আর তাদের পর আমি এক নতুন জাতির উত্থান ঘটিয়েছি।"(৩)

অতএব আমাদের একবার পূর্বের ইতিহাস স্মরণ করা উচিত। কোন্ কোন্ অপরাধে আল্লাহতা'য়ালা কোন্ কোন্ জাতিকে ধ্বংস করেছেন, আর সেই সকল অপরাধের মধ্যে কোনো অপরাধ বর্তমানে আছে কিনা?

* পূর্ববর্তী জাতিদের ধ্বংসের কারণ:

পাঠকগণ: আল্লাহতা'য়ালার শাস্তি অনেক কঠিন- আর এই শাস্তি থেকে সকল বান্দারই উচিত সর্বদা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা। আর পূর্ববর্তী জাতিদের ইতিহাস মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের জন্য কুরআন মাজিদে এ কারনেই বর্ণনা করেছেন যে, সেই ইতিহাস থেকে যেন আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি। সর্বদাই যেন তার শাস্তির ভয়ে ভীত হয়ে থাকি, অথচ অধিকাংশ মানুষই আল্লাহর শাস্তিকে ভয় পাওয়া তো দূরেই থাক, আল্লাহর

---

(২) সুরা আল-মূলক, আয়াত: ১৬-১৭

(৩) সুরা আন-আম, আয়াত:৬

অবাধ্যতায়, আমোদ প্রমোদে জীবন অতিবাহিত করছে। এ প্রসঙ্গেই মহান আল্লাহতা'য়ালা বলেন-

اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰۤى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا بَيَاتًا وَّ هُمْ نَآىِٕمُوْنَ﴿٩٧﴾ اَوَ اَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰۤى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا ضُحًى وَّ هُمْ يَلْعَبُوْنَ﴿٩٨﴾ اَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ ۚ فَلَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ﴿٩٩﴾

অর্থ: "লোকালয়ের মানুষগুলো এতোই নির্ভয় হয়ে গেছে যে তারা মনে করে নিয়েছে, আমার আযাব (নিঝুম) রাতে তাদের কাছে আসবে না, যখন তারা (গভীর) ঘুমে (বিভোর হয়ে) থাকবে। অথবা জনপদের মানুষগুলো কি নির্ভয় হয়ে ধরে নিয়েছে যে, আমার আযাব তাদের উপর মধ্য দিবসে এসে পড়বে না- যখন তারা খেল তামাশায় মত্ত থাকবে; কিংবা তারা কি আল্লাহতা'য়ালার কলা-কৌশল থেকে নির্ভয় হয়ে গেছে অথচ আল্লাহ তা'য়ালার কলা-কৌশল থেকে ক্ষতিগ্রস্থ জাতি ব্যতিত অন্য কেউই নিশ্চিত হতে পারে না।"[৪]

কাজেই একথা ভেবে নির্ভয় হয়ে বসে থাকার কোন সুযোগ নেই যে, আমরা শেষ নবী ﷺ এর উম্মত, আমরা যতো যাই করি ধ্বংস হবো না।

আমি পূর্বেও একথা বলেছি, এই উম্মত সমূহ ধ্বংস হবে না ঠিকই, কিন্তু এই সম্প্রদায়ের কিছু অংশ তো ধ্বংস হবেই বটে, তাদের অবাধ্যতার কারনে, তাছাড়াও আল্লাহতা'য়ালা বলেন-

وَاِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اَوْ مُعَذِّبُوْهَا عَذَابًا شَدِيْدًا ؕ كَانَ ذٰلِكَ فِى الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا﴿٥٨﴾

অর্থ: "এমন কোনো একটি জনপদ নেই যা আমি কেয়ামতের দিন আসার আগেই ধ্বংস করে দিবনা; কিংবা তাদের আমি কঠোর আযাব দিবনা, এসব কথা তো (আমার পাঠানো) কিতাবেই লিপিবদ্ধ আছে।"[৫]

---

(৪) সুরা আরাফ, আ: ৯৭-৯৯

(৫) সুরা বানী-ইসরাঈল, আয়াত: ৫৮

অতএব, আমাদের ও আমাদের পূর্ববর্তী জাতিদের ধ্বংসের কারণ সম্পর্কে খুবই ভালোভাবে জানতে হবে। এবং তা থেকে আমাদেরকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। যেন, তাদের মতো পরিণতি আমাদেরও না হয়। কিংবা অবাধ্য মানুষদের অবাধ্যতার কারনে আল্লাহর জমিনে শাস্তি আসলেও যেন বিচার দিবসে আমরা শাস্তির সম্মুখীন না হই। আল্লাহতা'য়ালা আমাদেরকে সত্যের পথে কবুল করুন 'আমীন'।

নিম্নে পৃথক পৃথক ভাবে সংক্ষেপে পূর্ববর্তী জাতিদের ধ্বংসের কারণ উল্লেখ করা হলো:

* হযরত শুয়াইব (আঃ)-এর সম্প্রদায়কে যে কারণে ধ্বংস করা হয়েছে:

পাঠক বন্ধু: হযরত শুয়াইব عليه السلام ছিলেন, মাদিয়ান বাসিদের প্রতি প্রেরিত মহান আল্লাহতা'য়ালার একজন রাসূল। শুয়াইব عليه السلام এর সম্প্রদায়ের ধ্বংসের কারণ ছিল তারা, ওজনে কম দিতো এবং নিজে মেপে নেওয়ার সময় বেশি নিতো অথচ এই কাজটি স্পষ্ট হারাম।

আল্লাহতা'য়ালা বলেন-

وَيۡلٌ لِّلۡمُطَفِّفِيۡنَ ① الَّذِيۡنَ اِذَا اكۡتَالُوۡا عَلَى النَّاسِ يَسۡتَوۡفُوۡنَ ② وَ اِذَا كَالُوۡهُمۡ اَوۡ وَّزَنُوۡهُمۡ يُخۡسِرُوۡنَ ③

অর্থ: "দূর্ভোগ তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়, যারা অন্য মানুষদের থেকে যখন মেপে নেয় তখন পুরোপুরি আদায় করে নেয়, আবার নিজেরা যখন অন্যের জন্য কিছু ওজন কিংবা পরিমাপ করে তখন কম দেয়।"[৬]

অত:পর আল্লাহতা'য়ালা বলেন,

وَ اِلٰى مَدۡيَنَ اَخَاهُمۡ شُعَيۡبًا ؕ قَالَ يٰقَوۡمِ اعۡبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمۡ مِّنۡ اِلٰهٍ غَيۡرُهٗ ؕ قَدۡ جَآءَتۡكُمۡ بَيِّنَةٌ مِّنۡ رَّبِّكُمۡ فَاَوۡفُوا الۡكَيۡلَ وَ الۡمِيۡزَانَ وَ لَا تَبۡخَسُوا النَّاسَ اَشۡيَآءَهُمۡ وَ لَا تُفۡسِدُوۡا فِى الۡاَرۡضِ بَعۡدَ اِصۡلَاحِهَا ؕ ذٰلِكُمۡ خَيۡرٌ لَّكُمۡ اِنۡ كُنۡتُمۡ مُّؤۡمِنِيۡنَ ﴿۸۵﴾

(৬) সূরা মুতাফফিফীন, আয়াত:১-৩

অর্থ: “আর মাদিয়ানে (প্রেরণ করেছিলাম) তাদেরই ভাই শু‘য়াইবকে। সে তাদের বললো, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শন এসে গেছে। অত:পর তোমরা সে মোতাবেক ঠিক ঠিক মতো পরিমাপ ও ওজন করো, মানুষদের দেয়ার সময় কখনো কম দিয়ে তাদের ক্ষতিগ্রস্থ করোনা, আল্লাহতা’য়ালা এ জমীনে শান্তি ও সংস্কার স্থাপিত হওয়ার পর তাতে তোমরা পুনরায় বিপর্যয় সৃষ্টি করোনা। তোমরা যদি আল্লাহতা’য়ালার উপর ঈমান আনো তাহলে এটাই তোমাদের জন্য উত্তম।”[৭]

অত:পর হযরত শুয়াইব عليه السلام এর সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা অহংকারী ছিলো, নেতা নেতা ভাব ছিলো, তারা হযরত শুয়াইব عليه السلام এর দেয়া বার্তাকে অমান্য করলো, আল্লাহর নাবীকে অস্বীকার করলো। তখন আল্লাহতা’য়ালা সেই সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিলেন।
আল্লাহতা’য়ালা বলেন-

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿٩١﴾

অর্থ: “(নবীর কথা অমান্য করার কারণে) একটা প্রচন্ড ভূমিম্পন এসে তাদের (এমনভাবে) আঘাত করলো যে, অত:পর দেখতে দেখতেই তারা তাদের নিজ নিজ ঘরেই মুখ থুবড়ে পড়ে থাকলো।”[৮]

* হযরত লূত عليه السلام এর সম্প্রদায়কে যে কারণে ধ্বংস করা হয়েছে:

হযরত লূত عليه السلام ছিলেন, একজন আল্লাহর নবী আর তাকে যেই সম্প্রদায়ের নিকট পাঠানো হয়েছিল, সেখানে মানুষ সবচেয়ে ঘৃণিত কাজ করতো এবং তারা অশ্লীলতার চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে গিয়েছিল, তারা সমকামিতায় লিপ্ত ছিল, আর তাদেরকে সেই অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য আল্লাহতা’য়ালা লূত عليه السلام কে সেই সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেছিলেন।

---

(৭) সূরা আল-আ’রাফ, আয়াত: ৮৫
(৮) সুরা আল-আ’রাফা, আয়াত: ৯১

আল্লাহতা'য়ালা বলেন-

وَ لُوۡطًا اِذۡ قَالَ لِقَوۡمِہٖۤ اَتَاۡتُوۡنَ الۡفَاحِشَۃَ مَا سَبَقَکُمۡ بِہَا مِنۡ اَحَدٍ مِّنَ الۡعٰلَمِیۡنَ ﴿۸۰﴾

اِنَّکُمۡ لَتَاۡتُوۡنَ الرِّجَالَ شَہۡوَۃً مِّنۡ دُوۡنِ النِّسَآءِ ؕ بَلۡ اَنۡتُمۡ قَوۡمٌ مُّسۡرِفُوۡنَ ﴿۸۱﴾

অর্থ: "(আমি) লূতকে (পাঠিয়েছিলাম), যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলে ছিলো, তোমরা এমন এক অশ্লীলতার কাজ করছো, যা তোমাদের আগে সৃষ্টি কূলের আর কেউ করেনি। তোমরা যৌন তৃপ্তির জন্য নারীদের বাদ দিয়ে পুরুষদের কাছে যাও, তোমরা হচ্ছো এক সীমা লঙ্ঘন কারী সম্প্রদায়।"[৯]

অত:পর আল্লাহতা'য়ালা বলেন-

وَ اَمۡطَرۡنَا عَلَیۡہِمۡ مَّطَرًا ؕ فَانۡظُرۡ کَیۡفَ کَانَ عَاقِبَۃُ الۡمُجۡرِمِیۡنَ ﴿۸۴﴾

অর্থ: "(লূত সম্প্রদায়ের এই অপরাধের কারণে) আমি তাদের উপর প্রচন্ড (আযাবের) বৃষ্টি বর্ষণ করলাম; (হ্যা) অত:পর তুমি (ভালো করে) চেয়ে দেখো, অপরাধী ব্যক্তিদের পরিণাম (সেদিন) কী ভয়াবহ হয়েছিলো।"[১০]

* হযরত হুদ عَلَيْهِ السَّلَامُ এর সম্প্রদায়কে যে কারনে ধ্বংস করা হয়েছেঃ

হযরত হুদ عَلَيْهِ السَّلَامُ ছিলেন একজন আল্লাহর রাসূল। তাকে আদ সম্প্রদায়ের নিকট পাঠানো হয়েছিল

অথচ তারা হুদ عَلَيْهِ السَّلَامُ কে গ্রহণ করে নাই, তারা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করেছে, তারা তার পাঠানো রাসূলদের নাফারমানি করেছে, তারা প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারীর নির্দেশই মেনে নিয়েছিলেন।

আল্লাহতা'য়ালা বলেন-

وَ تِلۡکَ عَادٌ ۟ۙ جَحَدُوۡا بِاٰیٰتِ رَبِّہِمۡ وَ عَصَوۡا رُسُلَہٗ وَ اتَّبَعُوۡۤا اَمۡرَ کُلِّ جَبَّارٍ عَنِیۡدٍ ﴿۵۹﴾

অর্থ: "এ হচ্ছে আদ সম্প্রদায় এবং তাদের কাহিনী। তারা তাদের প্রতিপালকের আয়াত সমুহ অস্বীকার করেছিল। তারা তার পাঠানো

---

(৯) সুরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৮০-৮১

(১০) সুরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৮৪

রাসূলের নাফরমানী করেছিল, (সর্বোপরি) তারা প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারীর নির্দেশই মেনে নিয়েছিল।"[১১]

অন্য এক আয়াতে আল্লাহতা'য়ালা বলেন-

وَ اُتْبِعُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ عَادًا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ؕ اَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُوْدٍ۠ ۝

অর্থ: "জেনে রেখো, ধ্বংসই ছিল হুদের সম্প্রদায়ের একমাত্র পরিণতি।"[১২]

❖ হযরত মূসা (আ:) এর শত্রু এবং মিশরের জালিম শাসক ফেরাউন ও তার সঙ্গিরা যে কারনে ধ্বংস হয়েছে:

ফেরাউন মিশরের শাসকদের উপাধি মূলত যেই শাসককে নিয়ে উল্লেখিত ঘটনা তার নাম কাবুস অথবা ২য় রামেসিস।

তো যাই হোক, তৎকালীন ফেরাউন ছিল একজন স্বৈরাচার, অত্যাচারী শাসক। তার ঘৃণিত কর্মসমুহের মধ্যে প্রধান ছিলো বিরোধী দলের উপর দমন-পিড়ন। তার দল বা সম্প্রদায়ের লোকদের ব্যতিত অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের কন্যা সন্তানদের জীবিত রেখে-পুত্র সন্তানদের হত্যা করা ছিলো একটি বড় ধরনের অপরাধ।

পুত্র সন্তানদের হত্যা করার কারণ ছিলো যে, ঐ অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার মত কোন নেতা বা জন শক্তি যেন জন্ম না হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহতা'য়ালা বলেন-

وَ اِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؕ وَ فِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ۝

অর্থ: "(স্বরণ করো) যখন আমি তোমাদের ফেরাউনের লোকদের (গোলামী) থেকে মুক্তি দিয়ে ছিলাম, তারা তোমাদের উপর ভীষণ অত্যাচার করত, তারা নিকৃষ্ট ধরনের শাস্তি দ্বারা তোমাদের যন্ত্রনা দিতো,

---

(১১) সুরা হুদ, আয়াত: ৫৯
(১২) সুরা হুদ, আয়াত: ৬০

তারা তোমাদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করত এবং তোমাদের মেয়েদের জীবিত রেখে দিতো। তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এতে তোমাদের জন্য বড় একটা পরীক্ষা ছিল।"[১৩]

অন্য স্থানে আল্লাহতা'য়ালা বলেন-

وَ قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوْسٰی وَ قَوْمَهٗ لِیُفْسِدُوْا فِی الْاَرْضِ وَ یَذَرَكَ وَ اٰلِهَتَكَ ؕ قَالَ سَنُقَتِّلُ اَبْنَآءَهُمْ وَ نَسْتَحْیٖ نِسَآءَهُمْ ۚ وَ اِنَّا فَوْقَهُمْ قٰهِرُوْنَ﴿۱۲۷﴾ قَالَ مُوْسٰی لِقَوْمِهِ اسْتَعِیْنُوْا بِاللّٰهِ وَ اصْبِرُوْا ۚ اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ ۙ۟ یُوْرِثُهَا مَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ﴿۱۲۸﴾ قَالُوْۤا اُوْذِیْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِیَنَا وَ مِنْۢ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ؕ قَالَ عَسٰی رَبُّكُمْ اَنْ یُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَ یَسْتَخْلِفَكُمْ فِی الْاَرْضِ فَیَنْظُرَ كَیْفَ تَعْمَلُوْنَ﴿۱۲۹﴾ وَ لَقَدْ اَخَذْنَاۤ اٰلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِیْنَ وَ نَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ یَذَّكَّرُوْنَ﴿۱۳۰﴾ فَاِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ ۚ وَ اِنْ تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ یَّطَّیَّرُوْا بِمُوْسٰی وَ مَنْ مَّعَهٗ ؕ اَلَاۤ اِنَّمَا طٰٓىِٕرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ﴿۱۳۱﴾ وَ قَالُوْا مَهْمَا تَاْتِنَا بِهٖ مِنْ اٰیَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا ۙ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِیْنَ﴿۱۳۲﴾ فَاَرْسَلْنَا عَلَیْهِمُ الطُّوْفَانَ وَ الْجَرَادَ وَ الْقُمَّلَ وَ الضَّفَادِعَ وَ الدَّمَ اٰیٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ ۫ فَاسْتَكْبَرُوْا وَ كَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِیْنَ﴿۱۳۳﴾

অর্থ: "ফেরাউনের সম্প্রদায়ের সরদাররা তাকে বললো, তুমি কি মূসা ও তার দলবলকে এ জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টি করার জন্য এমনিই ছেড়ে দিয়ে রাখবে এবং তারা তোমাকে ও তোমার প্রভুদের (এভাবে) বর্জন করেই চলবে? সে বলল, (না, তা কখনো হবে না) আমি (অচিরেই) তাদের ছেলেদের হত্যা করবো এবং তাদের মেয়েদের আমি জীবিত রাখবো। অবশ্যই আমি তাদের উপর বিপুল ক্ষমতায় ক্ষমতাবান।

---

(১৩) সূরা-বাকারাহ-আয়াত: ৪৯

মূসা ﷺ এবার তার সম্প্রদায়কে বললো, (তোমরা) আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাও এবং ধৈর্য্য ধারণ কর, (মনে রেখো), অবশ্যই এ জমীন আল্লাহতা'য়ালার, তিনি নিজ বান্দাদের মাঝে যাকে চান তাকেই এ জমীনের ক্ষমতা দান করেন। চুড়ান্ত সাফল্য তাদের জন্যই, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে। 'তারা (মূসাকে) বললো, তুমি আমাদের কাছে (নবী হয়ে) আসার আগেও আমরা নির্যাতিত হয়েছি, আর (এখন) তুমি আমাদের কাছে আসার পরও আমরা একইভাবে নির্যাতিত হচ্ছি। (এর কি কোনো শেষ হবে না?) (মূসা বললো হ্যা হবে), খুব তাড়াতাড়িই সম্ভবত তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করে দেবেন এবং এ দুনিয়ায় তিনি তোমাদেরকে (তার) স্থলাভিষিক্ত করবেন, অত:পর আল্লাহতা'য়ালা দেখবেন তোমরা কিভাবে (তার) কাজ করো। ক্রমাগত বেশ কয়েক বছর ধরে আমি ফেরাউনের লোকজনদের দুর্ভিক্ষ ও ফসলের স্বল্পতা দিয়ে আক্রান্ত করে রেখেছিলাম, যেন তারা (কিছুটা হলেও) সতর্ক হতে পারে। যখন তাদের উপর ভালো সময় আসতো তখন তারা বলতো, এতো আমাদের নিজেদেরই (পাওনা), আবার যখন দুঃসময় তাদের পেয়ে বসতো, তখন নিজেদের দূর্ভাগ্যের ভার তারা মূসা ﷺ এবং তার সঙ্গীদের উপর আরোপ করতো; হ্যাঁ তাদের দূর্ভাগ্যের বিষয় তো আল্লাহতা'য়ালার হাতেই রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশ মানুষই (এ সম্পর্কে) অবহিত নয়। তারা (মূসাকে আরও) বলল, আমাদের উপর যাদুর প্রভাব বিস্তার করার জন্য তুমি যতো নিদর্শনই নিয়ে আসোনা কেনো, আমরা কখনো তোমার উপর ঈমান আনবো না। (এ ধৃষ্টতার জন্যে) অত:পর আমি তাদের উপর ঝড় তুফান, (দিলাম), পংগপাল পাঠালাম, উকুন (ছাড়লাম), ব্যাঙ (ছেড়ে দিলাম), ও রক্ত (পাতজনিত বিপর্যয়) পাঠালাম, এর সব কয়টিই (তাদের কাছে এসেছিলো আমার একটা) সুস্পষ্ট নিদর্শন (হিসাবে , কিন্তু এ সত্ত্বেও) তারা অহংকার বড়াই করতেই থাকলো, আসলেই তারা ছিলো একটি অপরাধী সম্প্রদায়।"[১৪]

(১৪) সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ১২৭-১৩৩

অন্য এক আয়াতে আল্লাহতা'য়ালা বলেন-

وَ اِذۡ فَرَقۡنَا بِکُمُ الۡبَحۡرَ فَاَنۡجَیۡنٰکُمۡ وَ اَغۡرَقۡنَاۤ اٰلَ فِرۡعَوۡنَ وَ اَنۡتُمۡ تَنۡظُرُوۡنَ ﴿۵۰﴾

অর্থ: "(স্বরণ করো), যখন আমি তোমাদের জন্য সমুদ্রকে দুই ভাগ করে দিয়েছিলাম, অত:পর আমি তোমাদের (সমূহ মৃত্যুর হাত থেকে) বাঁচিয়ে দিয়েছিলাম, এবং আমি ফেরাউন ও তার দলবলকে ডুবিয়ে দিয়ে ছিলাম আর তোমরা তা দেখেছিলে।"(১৫)

পাঠক বন্ধু: এখন আপনি একটু স্থীর হয়ে ভেবে দেখুন, অবাধ্য মানুষ গুলোর সেই ইতিহাস গুলো আবার পুনরায় ঘটছে কিনা?

শুয়ায়েব عليه السلام এর সম্প্রদায়কে আল্লাহতা'য়ালা ওজনে কম দেয়া ও নেয়ার সময় বেশি নেওয়ার কারণে ধ্বংস করেছেন। অথচ বর্তমান সময়ে সেই অপরাধটি মহামারি হিসেবে দেখা দিয়েছে।

হযরত লূত عليه السلام এর সম্প্রদায়কে আল্লাহতা'য়ালা 'সমকামিতা' করার অপরাধে ধ্বংস করেছেন, আর বর্তমানে সেই অপরাধটি একটি সাধারন ব্যাপার হয়ে উঠেছে।

হযরত হুদ عليه السلام-এর সম্প্রদায়কে আল্লাহতা'য়ালা আল্লাহর অবাধ্য ও রাসূলের নাফরমানী করার জন্য ধ্বংস করেছেন। আর বর্তমানে অধিকাংশ মানুষের নিত্যদিনের কর্মই হয়ে উঠেছে-আল্লাহর অবাধ্যতা করা এবং রাসূলের নাফরমানী করা।

আল্লাহতা'য়ালা যেই বিধান দিয়েছেন অধিকাংশ মানুষই সেই বিধানের বিপরীত পথ চলা শুরু করেছে, আল্লাহর রাসূল ﷺ যেই সকল আদেশ-নিষেধ আমাদেরকে দিয়ে গেছেন, বর্তমানের অধিকাংশ মানুষই তার বিপরীত নিয়ম-নীতির পথ অবলম্বন করে চলছে।

বর্তমান বিশ্বে ফেরাউনী শাসন চলছে। ফেরাউন পুত্র দেরকে হত্যা করে, কন্যাদের জীবিত রাখতো। আর বর্তমান ফেরাউনদের শাসন আমলে পুত্র ও কণ্যা উভয়কেই হত্যা করা হচ্ছে। তারা এই হত্যা কান্ডকে বৈধ করে নিয়েছে 'পরিবার-পরিকল্পনা' নাম দিয়ে।

---

(১৫) সূরা বাকারাহ, আয়াত: ৫০

শুধু কি তাই; এই ফেরাউনী শাসন আমলে হাজার হাজার শিশু মৃত অবস্থায় পড়ে থাকছে ডাস্টবিনে, ড্রেনে, হাসপাতালের আনাচে-কানাছে। অধিকাংশ কলেজ-ইউনিভার্সিটির ছাত্র-ছাত্রীরা অবৈধ মিলনের মাধ্যমে সন্তান জন্ম দিচ্ছে, আবার সেই সন্তানকেই গর্ভে থাকাকালীন হত্যা করা হচ্ছে। অথচ ফেরাউন শাসকদের এই নিয়ে কোনো মাথা ব্যাথা নেই। আল্লাহতা'য়ালা- "তৎকালীন ফেরাউনকে যেমন সতর্ক করার জন্য-দুর্ভিক্ষ ও ফসলের স্বল্পতা দিয়ে হুশিয়ারী করেছিলো।"[(১৬)]

"ঝড়-তুফান, পংগপাল দিয়ে হুশিয়ার করেছিলো।"[(১৭)]

অনুরুপভাবে নব্য ফেরাউনদের হুশিয়ার করার জন্যও আল্লাহতা'য়ালা- করোনা মহামারি, তীব্রখরা, বন্যা, দূর্ভিক্ষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ দিয়েছে।

আশ্চর্য বিষয় হলো-নব্য ফেরাউনরাও এই স্বল্প শাস্তিতে হুশিয়ার হয়নি; বরং তাদের দাম্ভিক অহংকারে বুক ফুলে উঠেছে। তারা করোনা মহামারী মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি নিতে চেয়েছে 'নাউযুবিল্লাহ'। অথচ তাদের তাওবা করাই ছিলো শ্রেয়।

পাঠকবন্ধুঃ মানুষের দাম্ভিকতা আর অবাধ্যতার কারণে-এই স্বল্প শাস্তি থেকে সামনে আরও ভয়াবহ রূপনিতে শুরু করেছে, দূর্ভিক্ষ এবং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘন্টা বেজে উঠেছে। দুই বছর পর হোক আর পাঁচ বছর পর হোক ঐ মহাবিপদের সম্মুখীন মানুষকে হতেই হবে। যদি তার পূর্বেই মানুষ তওবা করে ফিরে আসে তবে তা ভিন্ন কথা। তা ব্যতীত পরমানবিক বোমার আঘাতে পৃথিবী অগ্নিবর্ণ হয়ে যাবে, আকাশ অন্ধকারে ছেয়ে যাবে, যাকে বলা হয়ে থাকে ধোঁয়ার আযাব।

মহান আল্লাহতা'য়ালা কুরআন মাজিদে তারই ইঙ্গিত করে বলেন-

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ ۝١٠ يَّغْشَى النَّاسَ ۖ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝١١ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ ۝١٢

---

(১৬) সুরা আল-আ'রাফ, আয়াতঃ ১৩০

(১৭) সুরা আল-আরাফ, আয়াতঃ ১৩৩

"তুমি সেদিনের অপেক্ষা করো, যেদিন আকাশ ধোঁয়ায় ছেয়ে যাবে, তা (অল্প সময়ের মধ্যে গোটা) মানুষদের গ্রাস করে ফেলবে, এটা হবে এক কঠোর শাস্তি। (তখন তারা বলবে) হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের কাছ থেকে এ শাস্তি সরিয়ে নাও, আমরা (এক্ষুনি) ঈমান আনছি।"[১৮]

একটিবার চিন্তা করে দেখুন সাধারণ ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধেই বিশ্ব এখন দুর্ভিক্ষের পথে। আর তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধের কথা তো ভাবাই যায় না। যুদ্ধের কারণে গরমের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে, কৃষকরা জমিতে ফসল ফলাতে পারবে না, আমদানী-রফতানীর ব্যপকতা এসে দাড়াবে শূণ্যের কোঠায়। না খেয়ে অনাহারে কত মানুষ জীবন হারাবে, কতো শিশু বিকলাঙ্গ হবে, ভেবে দেখেছেন। আর যুদ্ধের কারনে তো মৃত্যু হবেই।

এটা সাধারন একটি ভাবনার কথা নয়; বরং তা হাদিস ও আসারের কথা। হযরত আবু বাশীর ﵁ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আবু আব্দুল্লাহ আস সাদিক ﵁ কে জিজ্ঞাসা করলাম, কখন ইমাম মাহদীর আবির্ভাব হবে? তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এর বংশধরের জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। তবে ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের পূর্বে দুই ধরনের মৃত্যু দেখা যাবে।
অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের কারণে মৃত্যু আর লাল মৃত্যু হলো যুদ্ধের কারণে মৃত্যু।[১৯]

হযরত জাফর সাদিক ﵁ বলেন, পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত ইমাম মাহদীর আবির্ভাব ঘটবে না। তখন আমি আবু বাসিরকে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন কোন ব্যক্তি অক্ষত থাকবে? উত্তরে জাফর সাদিক ﵁ বলেছেন, তোমরা কি এক-তৃতীয়াংশ এর মধ্যে অবশিষ্ট থাকতে চাও না।[২০]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, সাবধান মুশরিকরা নিজেদের অবাধ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পৃথিবীতে কেয়ামত আনায়ন করবে। আর তখন পৃথিবীতে অগ্নি প্রকাশ পাবে, যা পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ মানুষকে ধ্বংস করবে। তারপরেই আল্লাহতা'য়ালা একটি

---

(১৮) সুরা আদ-দুখান, আয়াত: ১০-১২
(১৯) কিতাবুল ফিরদাউস, হা: ৭৫২
(২০) কিতাবুল ফিরদাউস, হা: ৭৬০

শন্তিময় পৃথিবী দেখাবেন, যেখানে কোন বিশৃঙ্খলা থাকবে না। একথা বলে তিনি সুরা ইব্রাহীমের ৪৮নং আয়াত পাঠ করেন।

❖ রাসূল ﷺ -এর ভবিষ্যৎ বানীর হাদিস থেকে আমদের করনীয় কি?

পাঠক বন্ধু! আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর ভবিষ্যৎ বানীর হাদিস গুলো নিয়ে যদিও যথেষ্ট মত বিরোধ রয়েছে, তবুও আমরা বলবো, সেই হাদিসগুলো সম্পর্কে আমাদের সচেতন থাকা জরুরী।
মনে রাখতে হবে, শেষ জামানা সম্পর্কে এমন কিছু হাদিস রয়েছে, যেই হাদিস গুলোকে অনেকে যদিও জাল বলে আখ্যায়িত করলেও দেখা গেছে সেই হাদিসগুলোর অনেকই বাস্তব হয়ে গেছে, যেটা বাস্তবতার সাথে মিলে যায়, সেই হাদিস কখনো জাল হয় না। সেটা অবশ্যই ছহিহ হাদিস।

কাজেই শেষ জামানার দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে, ফিতনা সম্পর্কে যেই আছার ও হাদিসগুলো বর্ণিত হয়েছে-তা অবশ্যই আমাদেরকে বেশি বেশি দেখতে হবে এবং সেই সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। ভেবে দেখুন, আপনি যেই হাদিসকে যইফ ভাবছেন, সেটা যদি ছহিই হয়ে থাকে? তাহলে আপনি কোনো একটা বিষয়ে পিছিয়ে থাকলেন। আর আপনি যদি সেই বিষয়টি পূর্ব থেকেই গ্রহণ করে থাকেন-তবে আপনি ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হবেন না, ‘ইনশাআল্লাহ’। একটি বাস্তব উদাহরণ আমি উল্লেখ করছি, যখন হযরত ইউসুফ عليه السلام তার সম্প্রদায়কে ভবিষ্যৎ বানী করে ছিলো, ৭ বছর দূর্ভিক্ষের ব্যাপারে এবং হযরত ইউসুফ عليه السلام তার সম্প্রদায়কে খাদ্য মজুত করতে আদেশ দিয়েছিলেন, তখন যারা বুদ্ধিমান লোক ছিলো তারা খাদ্য মজুত করেছিল, আর দাম্ভিক, অহংকারি, নির্বোধ লোকেরা খাদ্য মজুত করেছিলো না।
অত:পর যখন দূর্ভিক্ষ চলে আসলো, তখন যেই সকল বুদ্ধিমানরা খাদ্য মজুত করে রেখেছিলো, তারা হযরত ইউসুফ عليه السلام এর ভবিষৎ বাণীকে মেনে নিয়ে উপকৃত হলেন। আর যারা তা মেনে নেয়নি তারা হলেন, বেকুব ও ক্ষতিগ্রস্থ।

ভেবে দেখুন তো, যারা খাদ্য মজুত করেছিলো দুর্ভিক্ষ না হলে তাদের কি কোন ক্ষতি হতো? হতো না, কেননা, তারা তাদের খাদ্য থেকে ঠিকই উপকৃত হতো এবং আল্লাহর নবী ইউসসুফ عليه السلام এর আদেশ পালনের কারণে নেকবান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হতো।

আর যারা নবী ইউসসুফ عليه السلام এর আদেশ না মেনে খাদ্য মজুত করেনি, তারা আল্লাহর নবী ইউসসুফ عليه السلام এর নাফরমানী সম্প্রদায় বলে গণ্য হয়েছে।

অত:এব আপনার জন্যও উচিত হবে, আখিরী নবী ﷺ এর ভবিষৎ বাণী মেনে নিয়ে সত্যকে গ্রহণ করা এবং আসন্ন সকল প্রকার বিপদ থেকে সতর্ক থাকা। যদি এখন আপনার অন্তরে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর মহাব্বত নাড়া দিয়ে থাকে, তার প্রতি আপনার অনুগত্যই আপনার অন্তরের মধ্যে ভয় ও ভাবনা সৃষ্টি করে দিয়েছে?

যেহেতু হাদিস বলছে- দূর্ভিক্ষ হবে, মহাবিপদ আসন্ন। জাতির বিশ্বযুদ্ধ হবে। নিশ্চয়ই তা আমাদের জন্যে ভয়াবহ বিপদ। সেহেতু এই বিপদ থেকে নিরাপত্তা পাওয়ার উপায় কি? আর সেই নিরাপত্তার আলোচনায় নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

❖ আসন্ন ভয়াবহ বিপদ থেকে নিরাপদ আশ্রয় কোথায়?

মহান আল্লাহতা'য়ালা বলেন,

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتّٰى يَبْعَثَ فِيْۤ اُمِّهَا رَسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرٰۤى اِلَّا وَاَهْلُهَا ظٰلِمُوْنَ ۝٥٩

অর্থ: "আমি ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো জনপদকে ধ্বংস করি না যতক্ষণ না সেই জনপদের অধিবাসী জালিম হয়।"(২১)

আবার অন্য এক আয়াতে আল্লাহতা'য়ালা বলেন-

وَمَاۤ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا لَهَا مُنْذِرُوْنَ ۝٢٠٨

(২১) সুরা কাসাস, আয়াত-৫৯

অর্থ: “আমি কোনো জনপদকে ধ্বংস করিনা, যতক্ষন না সেখানে কোনো সতর্ককারী পাঠাই।”[২২]

হযরত আবু হুরায়রা ﵁ বলেন, রাসুল ﷺ বলেছেন, কোন জাতিকে কেয়ামত দ্বারা ধ্বংসের পূর্বেই তাদের নিকট আল্লাহতা'য়ালা সাবধানকারী পাঠান। যেন আল্লাহ ভীরু লোকগণ কেয়ামত থেকে নাজাত পান। আর মরিয়ম পুত্র ঈসা ﵇ হলো শেষ কেয়ামতের পূর্বে সাবধানকারী।[২৩]
আল্লাহতা'য়ালা বলেন-

وَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ لَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝

“যারা কুফরী করেছে তারা বলে, তার রবের নিকট হতে তার নিকট কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন, তুমি তো কেবল সতর্ককারী আর প্রত্যেক কওমের জন্য রয়েছে সতর্ককারী (পথ প্রদর্শক)।”[২৪]
যেহেতু আল্লাহতা'য়ালা প্রত্যেক আসন্ন ধ্বংস থেকেই তার বান্দাকে সতর্ক করার জন্য সেই আসন্ন বিপদের পূর্বেই সেখানে সতর্ককারী পাঠিয়ে দেন। যেন বান্দারা পূর্ব থেকেই তাওবা করে সতর্ককারীকে মেনে নিয়ে সতর্ক হয়ে যায়।
সেহেতু তিনি আসন্ন ভয়াবহ বিপদের পূর্বেই আমাদের জন্যও একজন সতর্ককারী পাঠাবেন-এটাই আল্লাহতা'য়ালার নিয়মনীতি। আর আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَ لَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلًا ۝

অর্থ: “আর তুমি আমার সে নিয়মের কখনো রদবদল (দেখতে) পাবে না।”[২৫]

(২২) সুরা আস-শুআ'রা, আয়াত-২০৮
(২৩) কিতাবুল ফিরদাউস, ১১৭৭
(২৪) সুরা রাদ, আয়াত: ৭
(২৫) সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত: ৭৭

আর আসন্ন বিপদের পূর্বে সতর্ককারী পাঠানোর উদ্দেশ্যই হলো- যারা সেই সতর্ককারীকে মেনে নেবে, তাদের সেই বিপদ থেকে নিরাপদ আশ্রয় দান করা। যেমন আল্লাহতা'য়ালা "হযরত নূহ عليه السلام-এর সময় মহাপ্লাবন থেকে আল্লাহতা'য়ালা নূহ عليه السلام-এর সাথীদের রক্ষা করেছিলেন, আর তাদের নিরাপদ স্থান ছিলো নৌকা।"(২৬)

"হযরত হূদ عليه السلام-এর সাথীদেরকে আল্লাহ নিরাপত্তা দান করেছিলেন।"(২৭)

"হযরত লুত عليه السلام ও তার সাথীদেরকে আল্লাহ নিরাপত্তা দান করে ছিলেন।"(২৮)

"হযরত মূসা عليه السلام ও তার সাথীদেরকে আল্লাহ নিরাপত্তা দান করে ছিলেন।"(২৯)

অনুরূপ ভাবে মহান আল্লাহতা'য়ালা মুহাম্মদ ﷺ-এর সাথী দেরকেও মক্কার অত্যাচারী কাফেরদের হাত থেকে নিরাপত্তা দান করেছিলেন, আর তাদের নিরাপত্তার স্থান ছিলো মদিনা।

এভাবেই আল্লাহতা'য়ালা তার সতর্ককারী ও তার সাথীদের নিরাপত্তা দান করেন।

তবে এজন্য অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে আগমনকারী, সতর্ককারীদের চিনতে হবে। আর এই সতর্ককারীরাই হলো ইসলামের রাহবার। তারাই মুসলিমদের অভিভাবক, তারাই মুসলিমদের সাহায্য কারী।

কুরআন মাজিদে আল্লাহতা'য়ালা বলেন-

وَ مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَآءِ وَ الْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ وَ اجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۚۙ وَّ اجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ۝٧٥

(২৬) সূরা আরাফ, আয়াত: ৬৪
(২৭) সূরা আরাফ-আ: ৭২
(২৮) সূরা আরাফ-আ: ৮৩
(২৯) সূরা বাকারাহ-আ: ৫০

অর্থ: “তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছ না! অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা বলছে, ‘হে আমাদের রব, আমাদেরকে বের করুন এ জনপদ থেকে যার অধিবাসীরা যালিম এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অবিভাবক নির্ধারণ করুন। আর নির্ধারণ করুন আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী।”(৩০)

আর এই অভিভাবকগণ যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে জমিনে আসেন তখন তদের মেনে নেয়া, তাদের আনুগত্য। প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব হয়ে যায় এ প্রসঙ্গে আল্লাহতা'য়ালা বলেন-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اَطِيۡعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيۡعُوا الرَّسُوۡلَ وَ اُولِي الۡاَمۡرِ مِنۡكُمۡ ۚ فَاِنۡ تَنَازَعۡتُمۡ فِيۡ شَيۡءٍ فَرُدُّوۡهُ اِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُوۡلِ اِنۡ كُنۡتُمۡ تُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَ الۡيَوۡمِ الۡاٰخِرِ ؕ ذٰلِكَ خَيۡرٌ وَّ اَحۡسَنُ تَاۡوِيۡلًا ۝٥٩

অর্থ: “হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর (তার) রাসূলের এবং তাদের আনুগত্য করো, যারা তোমাদের ‘উলিল আমর’ তথা অভিভাবক।”(৩১)

যেহেতু উলিল আমর তথা আল্লাহ প্রদত্ত অভিভাবকের আনুগত্য করা আমাদের জন্য ওয়াজিব।

সেহেতু অবশ্যই আমাদেরকে ‘উলিল আমর’ তথা আল্লাহ প্রদত্ত অভিভাবক সম্পর্কে জানতে হবে-

নিম্নে উলিল আমর সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

* কারা আমাদের ‘উলিল আমর’ ?

পাঠক বন্ধু; উপরোক্ত সূরা নিসার ৫৯নং আয়াতে ঈমানদার বান্দাদেরকে মহান আল্লাহতা'য়ালা তিনটি কাজের আদেশ করেছেন।

(১) তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো।

(২) আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য করো।

---

(৩০) সূরা আন নিসা, আয়াত: ৭৫

৩১ (সূরা নিসা-আ: ৫৯)

(৩) ‘উলিল আমর’ তথা আল্লাহ প্রদত্ত অভিভাবকের আনুগত্য করো।
যেহেতু তিনটি কাজই মহান আল্লাহতা’য়ালার আদেশ, সেহেতু তিনটি আদেশই পালন করা প্রত্যেক ঈমানদারের দাবীদার, নারী-পুরুষের জন্যেই আবশ্যকীয়।
যদি কেউ বিদ্রুপ, অহংকার করে আদেশ তিনটি থেকে মুখফিরিয়ে নেয় সে কুফুরি করবে।
যদি কেউ নিজের অজান্তে আদেশ তিনটি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জানা মাত্রই সেই আদেশ পালনে ভুমিকা রাখবে। অর্থাৎ তৎক্ষনাৎ সে আদেশ পালন শুরু করে দিবে, তা ব্যতিত সে গোনাহগার হবে।
কাজেই যেই তিন জনের আনুগত্য করার জন্য ঈমানদারগণ আদেশপ্রাপ্ত হয়েছে-সেই তিনজন সম্পর্কে আমাদেরকে ভালোভাবে জানতে হবে।
যদি আমরা তাদের পরিচয় না জানি তাহলে তাদের অনুগত্য আমরা কিভাবে করব? অতএব প্রথমেই আমি আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে দলিল প্রমাণ করছি।
(ক) আল্লাহর পরিচয়:
আল্লাহতা’য়ালার পরিচয় সম্পর্কে কুরআন মাজিদে-আল্লাহতা’য়ালা বলেন-
قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۞ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۞ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۞
অর্থ: “বল, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। আর তাঁর কোন সমকক্ষও নেই।”[৩২]
অন্য এক আয়াতে আল্লাহতা’য়ালা বলেন-
اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ ۚ وَ لَا يُحِيْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ ۚ وَ لَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِيْمُ ۞

(৩২) সুরা ইখলাস আয়াত: ১-৪

অর্থ: “আল্লাহ! তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি স্বাধীন ও নিত্য নতুন ধারক, সব কিছুর ধারক। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করেনা। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? সম্মুখের অথবা পশ্চাতের সবই তিনি অবগত আছেন। একমাত্র তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত, তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারেনা। তাঁর আসন আসমান ও যমীন ব্যাপী হয়ে আছে এবং এতদুভয়ের সংরক্ষণে তাঁতে বিব্রত হতে হয়না। তিনিই সর্বোচ্চ, মহীয়ান।[(৩৩)]

অতএব-উপরোক্ত স্তর বা বৈশিষ্ট্যগুলো একমাত্র আল্লাহতা'য়ালার জন্য খাছ। উপরক্ত স্তরের অধিকারী আল্লাহ ব্যতিত কেউ ছিল না, বর্তমানেও নেই, আর ভবিষ্যতেও হবেনা।

এই বৈশিষ্টগুলো একমাত্র জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই খাছ। তিনিই আমাদের একমাত্র আল্লাহ্। তারই আনুগত্য আমাদেরকে করতে হবে।

অত:পর আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য করার জন্য আমরা আদেশপ্রাপ্ত। সুতরাং আল্লাহর রাসূল ﷺ এর পরিচয় সম্পর্কেও আমাদের জানতে হবে, অতএব নিচে আমি আল্লাহর রাসূল তথা আখিরী নবী মুহাম্মদ ﷺ এর পরিচয় দলিল ও প্রমাণসহ উল্লেখ করলাম:

(খ) রাসূল ﷺ -এর পরিচয়:

পাঠকবন্ধু: তাওরাতে বর্ণিত মুহাম্মদ ﷺ এর পরিচয় তুলে ধরে মহান আল্লাহতা'য়ালা বলেন-

وَ اِذۡ قَالَ عِیۡسَی ابۡنُ مَرۡیَمَ یٰبَنِیۡۤ اِسۡرَآءِیۡلَ اِنِّیۡ رَسُوۡلُ اللّٰهِ اِلَیۡکُمۡ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَیۡنَ یَدَیَّ مِنَ التَّوۡرٰىۃِ وَ مُبَشِّرًۢا بِرَسُوۡلٍ یَّاۡتِیۡ مِنۡۢ بَعۡدِی اسۡمُهٗۤ اَحۡمَدُ ؕ فَلَمَّا جَآءَهُمۡ بِالۡبَیِّنٰتِ قَالُوۡا هٰذَا سِحۡرٌ مُّبِیۡنٌ ۞

---

(৩৩) সূরা বাকারাহ, আয়াত: ২৫৫

অর্থ: যখন মরিয়ম পুত্র ঈসা তাদের বলল, হে বনি ইসরাঈল, আমি তোমাদের কাছে পাঠানো একজন আল্লাহর রাসূল, আমার আগের তাওরাত কিতাবে যা আছে আমি তার সত্যতা স্বীকার করি এবং তোমাদের জন্য আমি হচ্ছি একজন সুসংবাদদাতা, (তার একটি সুসংবাদ হচ্ছে) আমার পর একজন রাসূল আসবে, তার নাম আহমাদ'।(৩৪)

অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহতা'য়ালা বলেন-

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ؕ وَ الَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا ۫ سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ ۚۖۛ وَ مَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ ۚ۫ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ؕ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۲۹﴾

অর্থ: মুহাম্মদ ﷺ ও তার সাথী যারা আছে তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর। পরস্পরের প্রতি সদয়, তুমি তাদেরকে রুকুকারী, সেজদাকারী, অবস্থায় দেখতে পাবে। তারা আল্লাহর করুণা ও সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করছে। তাদের আলামত হচ্ছে, তাদের চেহারায় সেজদার চিহ্ন থাকে, এটাই তাওরাতে তাদের দৃষ্টান্ত। আর ইনজীলে তাদের দৃষ্টান্ত হলো, একটি চারা গাছের মতো যে তার কচি পাতা উদগত করেছে ও শক্ত করেছে, তা পুষ্ট হয়েছে ও স্বীয় কান্ডের উপর মজবুত ভাবে দাঁড়িয়েছে, যা চাষিদের আনন্দ দেয়, যাতে তিনি তাদের দ্বারা কাফিরদের কে ক্রোধান্বিত করতে পারেন। তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে সৎ কর্ম করে আল্লাহ্ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপ্রতিদানের ওয়াদা করেছেন।(৩৫)

পাঠক বন্ধু: উপরে উল্লেখিত-আল্লাহ ও তার রাসূলের পরিচয় আমরা জানলাম, আর আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করা ফরজ, সেই বিষয়েও আমাদের কারোই দ্বিমত নেই।

---

(৩৪) সূরা সফ, আয়াত: ৬

(৩৫) সূরা ফাতহ্, আয়াত: ২৯

আর আল্লাহ তার রাসূলের পরিচয় ও আনুগত্য নিয়ে মুসলিম সমাজে কোন মত বিরোধও নেই।

আর "উলিল আমর" এর আনুগত্য করা যে, ওয়াজিব - সেই বিষয়েও কোনো দ্বিধাদ্বন্দ নেই।

মুল সমস্যা হলো উলিল আমর এর পরিচয়।

কে এই উলিল আমর? উলিল আমর সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

'উলিল আমর' সম্পর্কে আলোচনা:

পাঠকবন্ধু তিন শ্রেণীর নেতাদেরকে 'উলল আমর' বলা হয়-

(ক) ইসলামী শাসন ব্যবস্থার মুসলিম শাসক, যিনি কোন এক রাষ্ট্রীয় গন্ডির মধ্যে বন্দি না থেকে-সকল প্রকার বর্ডার-সিমান্ত ভেঙ্গে ফেলে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করবেন।

(খ) অতপর-যখন ইসলামী শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য উপরে উল্লেখিত কোনো তাকওয়াবান মুসলিম শাসক নেই। তখন অটোমেটিক-ভাবেই উলিল আমরের দায়িত্ব এসে পড়ে, সৎ ও আল্লাহভীরু আলেম উলামাদের উপর।

কেন না, নেককার আলেম-উলামাগণ নবীদের উয়ারিশ।

আবু দারদা ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসুল ﷺ কে বলতে শুনেছি "আবিদের উপরে আলেমের ফজিলত, আলেমের ফজিলত যেরূপ পূর্নিমা রাতে চাঁদের ফজিলত সব তারকারাজীর উপর। আর আলেমরা হলেন, নবীদের ওয়ারিশ এবং নবীরা দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা) ও দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) সিরাত হিসাবে রেখে যাননা, বরং তারা রেখে যান ইলম। কাজেই যে ব্যাক্তি ইলম হাছিল করলো, সে প্রচুর সম্পদের মালিক হলো।[৩৬]

যদিও উপরোক্ত দুশ্রেণীর কোনটিই সরাসরিভাবে আল্লাহ প্রদত্ত 'উলিল আমর' নয়।

---

(৩৬) সুনানে আবুদাউদ, ৩৬৪২/তিরমিজী, ২৬৪৬

আল্লাহ প্রদত্ত উলিল আমর গণের অনুপস্থিতিতে উপরোক্ত দুই শ্রেণীর ব্যক্তি ' উলিল আমর' এর স্থলাভিষিক্ত হতে পারবে। এই জন্য যে, আল্লাহ তার জমিনে সকল সময়েই আল্লাহ প্রদত্ত আমীর বা নেতাদের উপস্থিত রাখেন না। আর যখন তাদের কাউকে উপস্থিত রাখেন-তখন দুইটি বিষয় মুসলিম উম্মাহর জন্য নির্ধারিত হয়।

১। সুসংবাদ ২। শাস্তির সতর্ক

আর উলিল আমর তথা আল্লাহ প্রদত্ত অভি-ভাবককে আল্লাতা'য়ালা দুনিয়াতে তখনই পাঠান- যখন উপরোক্ত দুই শ্রেণীর কোন এক শ্রেণীর হাতে নেতৃত্বে থাকে না, মুসলিমদের সঠিকভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো কেউ থাকে না। আলেম-উলামাগণের অধিকাংশই স্বার্থপর হয়ে যায়। বাতিল শাসকের তাবেদার হয়ে যায়। ঠিক তখনই আল্লাহতা'য়ালা পক্ষ থেকে মুসলিমদের জন্য একজন আল্লাহ প্রদত্ত নেতা পাঠিয়ে দেন। তিনি মুসলিমদের 'উলিল আমর' তথা আল্লাহ প্রদত্ত অভিভাবক। আর আল্লাহ প্রদত্ত অভিভাবেকের যখন আগমন হবে-তখন বুঝতে হবে আর কোন দলমত নেই।

আলেম, উলামা নেই, যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে পারবে (নিজেদের নেতৃত্ব দ্বারা) কারণ তাদের প্রত্যেক দলেরই মাজা ভেঙ্গে যাবে, একটি দল ভেঙ্গে ২, ৩ ও ৪ প্রর্যন্ত হবে। আলেমদের মতবিরোধ এতটাই বেড়ে যাবে যে, এক শ্রেণীর আলেম অপর শ্রেণীর আলেমদেরকে শত্রু মনে করবে। এটা অবশ্যই ইসলামের এক বড় ধরনের ক্ষতি। আর সেই ক্ষতিকে আবার লাভে পরিণত করার জন্য সকল বিভক্তি দলের সৎ লোকদের সত্যের ছায়াতলে একত্রিত করার জন্য ইসলামের বিজয় পতাকাকে আল্লাহর জমিনে পতপত করে উড়ানোর জন্যই উলিল আমর তথা আল্লাহ প্রদত্ত অভিভাবককে আল্লাহতা'য়ালা তার জমিনে পাঠান। এ প্রসঙ্গে আবু দাউদের শতাব্দীর বর্ণনা- হযরত আবু হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন-নিশ্চই আল্লাহ এই উম্মতের জন্য প্রতি একশত বছরের শিরোভাগে এমন এক লোকের আবির্ভাব ঘটাবেন যিনি এই উম্মতের দ্বীনকে তার জন্য সঞ্জীবিত করবেন।[৩৭]

(৩৭) আবুদাউদ, হাঃ ৪২৯১

‘প্রতি শতাব্দীর অবসানকালে-পৃথিবীতে একজন করে মুজাহিদের আগমন হয়, যারা ইসলামের নামে চালানো অনৈসলামিক কাজকে ধ্বংস করে দেয়, যারা ইসলাম নিয়ে করা সকল ষড়যন্ত্রের ভিত্তিমূলে আঘাত হেনে সেই ষড়যন্ত্রকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়।

পাঠক বন্ধুঃ আর যেই ‘উলিল আমর’ আল্লাহতা’য়ালা পাঠান তাদের পরিচয়ও হাদিসে থাকবে। যেমন করে আল্লাহতা’য়ালা আদেশ দিয়েছেন তার আনুগত্য করতে আবার নিজের পরিচয় উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য করার আদেশ দিয়েছেন আবার তার পরিচয়ও আসমানী গ্রন্থসমুহে দিয়েছেন। যেন মানুষ প্রতারিত না হয় যে, কে রাসূল? আর কে প্রতারক? অনুরূপভাবে ‘উলিল আমর’ এর ব্যাপারেও হাদিস থাকবে ‘উলিল আমর’-এর নাম কি? তার পিতা/মাতার নাম কি? সে দেখতে কেমন হবে? সে কোন সময়ে আসবে? তখন বিশ্বের অবস্থা কি হবে? কোন স্থানে আসবে? তার মূল কাজ কি? ইত্যাদি।

যেন মানুষ যাকে তাকে উলিল আমর মনে না করে এবং সঠিক উলিল আমরকে চেনে।

সঠিকভাবে তার আনুগত্য করতে পারে। কারন তার আনুগত্য করা ওয়াজিব।

❖ ভবিষ্যতে আগমনকারী উলিল এমর এর পরিচয়:

পাঠকবন্ধু; ভবিষ্যতে আগমনকারী উলিল আমর আছে, যারা অতীত হয়নি এবং তাদের নাম, তাদের কি কাজ ? কোথায় তাদের আগমন হবে সেই বিষয়েও হাদিসে উল্লেখ রয়েছে- তাদের নাম দলিলসহ উল্লেখ করা হলো-

১. ইমাম মানসুর আল কাতহানী : হযরত ইসহাক্ব (রহঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আলী ﵁ বলেছেন, তিনি তার ছেলে হাসানের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বলেছেন, নিশ্চই আমার এই ছেলেকে নবী ﷺ যেরূপ নেতা আখ্যায়িত করেছেন অচিরেই তার বংশ হতে জনৈক ব্যক্তির আবির্ভাব হবে। তোমাদের নবী ﷺ এর নামে তার নাম হবে। স্বভাব চরিত্র তার মতো হবে, কিন্তু গঠন আকৃতি তার অনুরূপ হবে না (অর্থাৎ ইমাম

মাহদী)। অত:পর ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, সে পৃথিবীকে ন্যায়বিচারে ভরে দিবে। হারুন ﵁ বলেন, আমর ইবনে আবু ক্বাইস পর্যায় ক্রমে মুতাররিহ, ইবনু তরীফ, হাসান ও হেলাল ইবনে আমর হতে বর্ণনা করে বলেন, আমি আলী ﵁ কে বলতে শুনেছি নবী ﷺ বলেছেন, নদীর পিছন দিক থেকে জনৈক ব্যক্তি আবির্ভূত হবে, তাকে হারিস ইবনুর হাররাস বলে ডাকা হবে। তার আগে জনৈক ব্যক্তি আসবেন যার নাম হবে মানসুর, তিনি মুহাম্মাদ ﷺ এর পরিজনকে আশ্রয় দিবেন। যেরূপ কুরাইশরা রাসূল ﷺ -কে স্থান দিয়েছিল। সুতরাং প্রত্যেক মুমিনের কর্তব্য হবে তার সাহায্যে এগিয়ে আসা ও তার ডাকে সারা দেওয়া।[৩৮]

উপরোক্ত হাদিস থেকে বুঝা যায়, ইমাম মাহদীর আগে ইমাম মানসুরের আবির্ভাব হবে এবং ইমাম মানসুরের সহচর বা বন্ধু থাকবে হারিসে হাররাস। ইমাম মানসুর, ইমাম মাহদীকে এমন ভাবে আশ্রয় দিবেন যে ভাবে কুরাইশরা আল্লাহর রাসুল ﷺ -কে আশ্রয় দিয়ে ছিলেন।

২. ইমাম মাহমুদ বিন আব্দুল কাদির আল হাবিবুল্লাহ: আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রছূল ﷺ বলেছেন-মাহদীর পূর্বে একজন ইমামের আবির্ভাব হবে তার নাম হবে 'মাহমুদ', তার পিতার নাম হবে আব্দুল, সে দেখতে হবে দূর্বল আর তার চেহারায় আল্লাহতা'য়াল মায়া দান করবেন। আর তাকে সে সময় খূব কম লোকই চিনবে। অবশ্যই সেই ইমাম ও তার বন্ধু যার উপাধী হবে 'সাহেবে কিরাণ' তাদের মাধ্যমে মুমিনদের একটি বড় বিজয় আনবেন।[৩৯]

হযরত ফিরোজ দায়লামি (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আখেরী জামানায় ইমাম মাহদীর পূর্বে ইমাম মাহমুদের আত্মপ্রকাশ ঘটবে। সে বড় যুদ্ধের শক্তি যোগান দিবে, তার জামানায় মহাযুদ্ধের বর্জ্র আঘাতে বিশ্বের অধ:পতন হবে এবং বিশ্ব এই সময়ে ফিরে আসবে। সে তার

---

(৩৮) আবু দাউদ, হা: ৪২৯০

(৩৯) ইলমে রাজেন, ৩৪৭/কিতাবুল ফিরদাউস, ৭৫৪/ইলমে তাসাউফ, ১২৫৩

সহচর বন্ধু সাহেবে কিরান, বারাহ কে সাথে নিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করবে। সে বেলাল ইবনে বারাহ এর বংশোভূত হবে। তোমরা তাদের পেলে জানবে ইমাম মাহদীর প্রকাশের সময় হয়েছে।(৪০)

হযরত জাবির ﵁ বলেন, রাছূল ﷺ বলেছেন, অভিশপ্ত জাতির নিকট থেকে হিন্দুস্তান বিজয়ের সৈনিকরা অর্থাৎ গাজওয়াতুল হিন্দের বিজয়ী সৈনিকরা জেরুজালেম দখলে নিবেন আর তাদের সেনাপতি হবে শামীম বারাহ্, যার উপাধী হবে সাহেবে কিরান।(৪১)
উপরোক্ত হাদিস গুলো থেকে বুঝা যায়, ইমাম মাহমুদ (হাবীবুল্লাহ) এর সহচর বা বন্ধু থাকবে শামীম বারাহ, যার উপাধী সাহেবে কিরান।

৩. ইমাম মুহাম্মদ বীন আব্দুল্লাহ আল মাহাদীঃ হযরত আব্দুল্লাহ ﵁ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যদি দুনিয়া মাত্র একদিন অবশিষ্ট থাকে তবে আল্লাহ সেই দিনকে অত্যন্ত দীর্ঘায়িত করবেন এবং আমার হতে অথবা আমার পরিজন হতে একজন নেতা আবির্ভূত করবেন। যার নাম হবে আমার নাম, তার পিতার নাম আমার পিতার নামের সঙ্গে হুবহু মিল হবে। সে পৃথিবীকে ইনসাফে পরিপূর্ণ করবে। যে রূপে তা জুলুমে পরিপূর্ণ ছিল। সুফিয়ান বর্ণিত হাদিসে বলেন, ততদিন দনিয়া ধ্বংস হবে না যতদিন পর্যন্ত আমার পরিবারের এক ব্যক্তি আরবে রাজত্ব না করবে, তার নাম হুবহু আমার নামই হবে।(৪২)
উম্মে ছালমা ﵂ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি- মাহদী আমার পরিজন হতে ফাতেমাহ সন্তানদের বংশের হতে আবির্ভূত হবেন।(৪৩)
আবু সাইদ আল খুদরী ﵁ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন- আমার বংশো হতে মাহাদীর আবির্ভাব হবে। সে হবে প্রশস্থ লালট ও উন্নত নাক বিশিষ্ট। তখন কার দুনিয়া যে ভাবে জুলুমে ভরে

---

(৪০) তারিখে দিমাশাক, ২৩৩ পৃষ্ঠা/ইলমে রাজেন, ৩১৩ পৃষ্ঠা/বিহারুল আনোয়ার, ১১৭ পৃষ্ঠা
(৪১) আখিরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ, ১০০
(৪২) আবু দাউদ, ৪২৮২
(৪৩) আবু দাউদ, ৮২৮৪

যাবে, ঠিক তার বিপরীতে তা ইনসাফে ভরে দিবে, আর সে সাত বছর রাজত্ব করবে।[(৪৪)]

হযরত জাহশ ﷺ বলেন, নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি-অবশ্যই কেয়ামতের পূর্বে ইহুদী খৃষ্টানরা পৃথিবীবে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে, তখন 'শুয়াইব' আর 'শামীম বারাহ' তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে আর সেই যুদ্ধে গাছ আর পাথর তাদের সাহায্য করবে আর এটা মুমিনদের জন্য আল্লাহর নিদর্শন।[(৪৫)]

হযরত আনাস ﷺ বলেন, নবী ﷺ বলেছেন-দুটি বালকের এক সঙ্গে আক্রমনে ইহুদী সম্প্রদায় জেরুজালেম হারিয়ে ফেলবে, তাদের একটির নাম শুইব ইবনে সালেহ আর অপরটির নাম হবে শামীম বারাহ।[(৪৬)]

উপরোক্ত হাদিস গুলো থেকে বুঝা যায়, ইমাম মাহদীর সহচর হবে শুয়াইব ইবনে সালেহ।

৪. ইমাম জাহজাহ: রাত-দিন শেষ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না জাহজাহ নামে কোনো লোক শাসনকর্তা হবে।[(৪৭)]

জাহজাহ নমাক কোনো এক মুক্তদাস অধিপতি না হওয়া পর্যন্ত দিন-রাতের অবসান (কিয়ামাত) হবে না।[(৪৮)]

এবং এই সকল উলিল আমরদের আল্লাহর পক্ষ থেকে সহযোগী ও বন্ধু অনেকের এবং তাদের নামও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন:

মূসা عليه السلامএর সহযোগী হারুন عليه السلام ছিলেন,
ইমাম মুনসুর এর সহযোগী বন্ধু-হারিস বিন হাররাস।
ইমাম মাহমুদ-এর বন্ধু শামীম বিন মুখলেছ।
ইমাম মাহাদীর বন্ধু শুয়াইব ইবনে সালেহ।

তাদের সকলের শেষে নিভু নিভু ইসলামকে আবার আলোকিত করার জন্য আল্লাহতা'য়ালা হযরত ঈসা عليه السلام-কে দুনিয়াতে পাঠাবেন।

---

(৪৪) আবু দাউদ ৮২৮৫
(৪৫) আখিরুজামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ, ১৫৮
(৪৬) আখিরুজামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ, ১৫১
(৪৭) সহিহ মুসলিম, ২৯১১
(৪৮) সুনানুত তিরমিজি, ২২২৮/ মুসনাদু আহমাদ, ৮৩৬৪

হযরত আবু হুরায়রা ﵁ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল ﷺ বলেছেন, শপথ সেই সত্তার যার হাতে আমার প্রাণ। অচিরেই তোমাদের মাঝে ন্যায় বিচারক রূপে মরিয়ম পুত্র ঈসা ﵇ অবতরণ করবেন। তারপর তিনি ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন। শূকর হত্যা করবেন। জিজিয়া রহিত করবেন। এবং ধনসম্পদের এরূপ প্রাচুর্য হবে যে, কেউ তা গ্রহণ করবে না।[৪৯]

মহান আল্লাহতা'য়ালা আমাদের সকলকেই- আল্লাহ প্রদত্ত নেতাকে গ্রহন করার এবং তাদের সাথে থেকে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করার তাওফিক দান করুন। 'আমীন'

প্রশ্নপর্ব

প্রশ্ন: বর্তমানে বিশ্বে যে অবস্থা, তাহলে কি আল্লাহ প্রদত্ত কোনো নেতার আগমন ঘটতে পারে?

উত্তর: হ্যাঁ, বর্তমান পরিস্থিতিতে অবশ্যই আল্লাহ প্রদত্ত কোনো না কোনো নেতার আগমন ঘটবে। কেননা, আল্লা তা'য়ালা বলেন- আর তুমি আমার সে নিয়মের কোন রদবদল দেখতে পাবে না।[৫০]

আর আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি সকল আসন্ন আঁধার আসার পূর্বেই একজন সতর্ককারীর আগমন হয়। আর সেই সতর্ককারীই আমাদের অভিভাবক। আমাদের নেতা।

প্রশ্ন: তা হলে বর্তমানে যেই নেতার আগমন হবে তার নাম-পরিচয় কি?

উত্তর: হ্যাঁ বর্তমান সময়ে আমাদের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত নেতা হিসেবে একজনের আগমন হবে-আর তার নাম মাহমূদ।

* ইমাম মাহমূদ সম্পর্কে নাম-পরিচয়-এর হাদিসের দলিল নিম্নে আলোচনা করা হলো:

হযরত আবু হুরায়রা ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি ভবিষ্যতে হিন্দুস্থানে মুশরিকরা মুসলমানদের খুবই

---

(৪৯) সহিহ বুখারী, ২২২২

(৫০) সূরা বনী ঈসরাইল আ: ৭৭

নির্যাতন বৃদ্ধি করবে, তখন হিন্দুস্থানে পূর্ব অঞ্চল থেকে একটি মুসলিম জামাতের প্রকাশ ঘটবে যাদের নেতৃত্ব দিবে এক দূর্বল বালক। তার নাম হবে মাহমুদ যার উপধী হবে হাবিবুল্লাহ। তিনি হিন্দুস্থান বিজয় করে কাবার দিকে ধাবিত হবেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম হে আল্লাহর রাসুল ﷺ সে কাবার পথে ধাবিত কেন? সে সময় কি কাবা গৃহ বিধর্মীদের দখলে থাকবে। তিনি রাসুল ﷺ বলেন-বরং সে খলিফা মাহদীর নিকট বায়াত নিতে আসবেন।[(৫১)]

আবু বশীর (রহ.) বলেন, জাফর সাদীক رضي الله عنه বলেছেন, মাহদীন আগমনের পূর্বে এমন এক জন খলিফার আবির্ভাব ঘটবে যিনি হবেন মাতার দিক থেকে কাহতানী এবং পিতার দিক থেকে কুরাইশী। তার নাম মাহদীর নামের কিছুটা নামের সাথে সাদৃশ্য হবে। এবং তার পিতার নামও মাহদীর পিতার নামের সাদৃশ্য হবে।[৫২]

উপরের হাদিস সহিহ মিল করণ করে পাওয়া যায় মাহদীর নামের মত নাম হলো মাহমুদ।

মুহাম্মাদ (মাহদী) = চির প্রসংশিত।

মাহমুদ = চির প্রসংশিত।

প্রশ্ন: ইমাম মাহমুদের আগমনকালের আলামত হিসেবে কোন হাদিস আছে কি না?

উত্তর: হ্যাঁ, আছে-নিম্নে হাদিসগুলো উল্লেখ করা হলো- সাহল ইবনে সাদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল ﷺ বলেছেন-অচিরেই পূর্ব দিকে এক ফেৎনার সৃষ্টি হবে (দ্বিতীয় কারবালা) আর তা হবে মুশরিকদের দ্বারা (মালাউন বাহিনী ও মুনাফিক বাহিনী) তখন মুমিনদের একটি দল তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিজয় আনবে। আর তাদের সেনাপতি হবে ঐ সময়ের সবচেয়ে সৌভাগ্য বান ব্যক্তি 'সাহেবে কিরান' আর

---

(৫১) আখিরুজামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ, ২৩১/কিতাবুল আকিব, ১২৫৬/ কাশফুল কুফাহ, ৭৩২/আসসুনানু ওয়ারিদাতুফিল ফিতান, ১৭০৩

(৫২) ইলমে তাসাউফ, ১২৮ পৃষ্ঠা/তারিখে দিমাশাক,২৩২

তাদের পরিচালনা করবে একজন ইমাম তাঁর নাম হবে ‘মাহমুদ’ অবশ্যই তাঁরা মাহদীর আগমনবার্তা নিয়ে আসবে।”(৫৩)

হযরত হুযাইফা ﷺ বলেন, আমি রাসুল ﷺ কে বলতে শুনেছি- “মানুষের জীবনে এমন একটি সময় আসবে, যখন তারা বছরে একবার বিপর্যস্ত হবে, তার একটি শুরু হবে বায়ু দ্বারা মুশরিকদের দূর্গ ক্ষতিগ্রস্থের মাধ্যমে। আর শেষ হবে দূর্ভিক্ষের মাধ্যমে। আর এই দূর্ভিক্ষ শেষ হতেই মুশরিকরা একটা ফেৎনা সৃষ্টি করবে, যার মোকাবেলা জন্য হিন্দুস্থানের পূর্ব অঞ্চল থেকে একদল মুসলিম ধাবিত হবে। কিন্তু মুশরিকরা তাদের এমন ভাবে হত্যা করবে যেমন ভাবে তোমরা এক নির্দিষ্ট দিনে পশুগুলোর উপর আল্লাহর নাম স্বরণ কর। ফলে তারা পরাজিত হবে। অনুরূপ আরেকটি মুসলিম দল মুশরিকদের দিকে ধাপিত হবে। তাদের সঙ্গে আল্লাহর সাহায্য থাকবে। তারাই বিজয়ী, একথা তিনি তিন বার বলেন। তারপর বললেন তাদের নেতা হবে দূর্বল। আহ! প্রথম দলটির জন্য কতই না উত্তম হতো, যদি তারা তাদের নেতাকে গ্রহণ করতো। আমি বললাম হে আল্লাহর রাসুল ﷺ তাঁরা তাদের নেতাকে গ্রহণ করবে না কেন? রসুল ﷺ বললেন-সে সময়ে তারা নিজেরাই নিজেদের যোগ্য মনে করবে।”(৫৪)

হযরত আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রসুল ﷺ বলেছেন-“ততক্ষন পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না পাঁচটি শাসকের আত্মপ্রকাশ হয়। আমি বললাম হে আল্লাহর রাসুল ﷺ তাদের চেনার উপায় কি? তিনি বললেন, তাদের এক জন তোমাদের ভূমিতে জন্ম নিবে যার নাম হবে আমার নামের অনুরূপ, সে ক্ষমতায় আসবে ইসলামকে হাস্যকর বানাবে, তথা ইসলাম ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করবে। আর একজন অভিশপ্ত জাতির সন্তান, সে বিশ্ব শাসন করবে। আর তিনজন হবে হিন্দুস্থানের নেতা। যাদের একজন ক্ষমতায় এসে ইসলাম ধ্বংসের সূচনা করবে। আর একজন

---

(৫৩) তারিখুল বাগদাদ, ১২২৯

(৫৪) আখিরুজ্জামান আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ, ১১৯

ইসলাম ধ্বংসের প্রতিশ্রুতি দিয়েই ক্ষতায় আসবে। আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল ﷺ তারা তিনজন কি মুশরিক হবে, তিনি বললেন না! বরং তাদের একজন হবে নামে মুসলিম নারী শাসক। সে ক্ষতায় এসে তার পূর্ব পুরুষদের মুর্তি পূজা বৃদ্ধি করবে। অবশ্যই সেখান কার দূর্গম নামক অঞ্চল থেকে একজন দূর্বল বালকের প্রকাশ হবে। যার নেতৃত্বে হিন্দুস্থানের যুদ্ধে মুসলিমদের বিজয় আসবে।[৫৫]

প্রশ্ন: শিরক বিদআত দূরীভূত করা ছাড়া ও ইমাম মাহমুদের বিশেষ কোন কাজ আছে কিনা? এবং তা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত কিনা?

উত্তর: হ্যা, শিরক বিদআত দূরিভূত করা ছাড়াও ইমাম মাহমুদের উপর একটি বিশেষ দায়িত্ব আছে-তা হলো গাজওয়াতুল হিন্দের নেতৃত্ব দেওয়া। নিম্নে সেই হাদিসগুলো উল্লেখ করা হলো:

হযরত ফিরোজ দায়লামি رضي الله عنه হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আখেরী জামানায় ইমাম মাহদীর পূর্বে ইমাম মাহমুদের আত্মপ্রকাশ ঘটবে। সে বড় যুদ্ধের শক্তি যোগন দিবে, তার জামানায় মহাযুদ্ধের বর্জ্র আঘাতে বিশ্বের অধ:পতন হবে এবং বিশ্ব এই সময়ে ফিরে আসবে। সে তার সহচর বন্ধু সাহেবে কিরান, বারাহ কে সাথে নিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করবে। সে বেলাল ইবনে বারাহ এর বংশোভূত হবে। তোমরা তাদের পেলে জানবে ইমাম মাহদীর প্রকাশের সময় হয়েছে।[৫৬]

হযরত আবু বকর ছিদ্দিক رضي الله عنه হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল ﷺ বলেছেন-"শেষ জামানায় ইমাম 'মাহমুদ' ও তার বন্ধু সাহেবে কিরান বারাহ প্রকাশ ঘটবে। আর তাদের মাধ্যমে মুসলিমদের বড় বিজয় আসবে। আর তা যেন মাহদীর আগমনের সময়।[৫৭]

বুরায়দা رضي الله عنه হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসুল ﷺ কে বলতে শুনেছি- "খুব শিঘ্রই মুশরিকরা তাদের বন্ধু অঞ্চলের মুসলমানদের উপর অত্যাচার বৃদ্ধি করে দিবে আর নির্বিচারে হত্যা করবে। তখন সে

---

(৫৫) আখীরুজ্জামান আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ, ৯১/ কিতাবুল আকিব, ৯৭
(৫৬) তারিখে দিমাশাক, ২৩৩ পৃষ্ঠা/ইলমে রাজেন, ৩১৩ পৃষ্ঠা/বিহারুল আনোয়ার, ১১৭ পৃষ্ঠা
(৫৭) কিতাবুল ফিরদাউস, ৮৭২

সময়ে দুর্গম নামক অঞ্চল (তথা বালাদিল উসর) থেকে একজন দূর্বল বালক তাদের সঙ্গে মোকাবেলা করবে। আর তার নেতৃত্বেই মুমিনদের বিজয় আসবে (গাজওয়াতুল হিন্দ বিজয়)। রাবি বলেন, তিনি আরও বলেছেন-তার একজন বন্ধু থাকবে যার উপাধী হবে সৌভাগ্যবান।"(৫৮)

প্রশ্ন: গাজওয়াতুল হিন্দ কি?

উত্তর: গাজওয়াতুল হিন্দ হলো-হিন্দুস্তানের মুসলিমদের সাথে হিন্দুদের যুদ্ধের নাম। এই যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আল্লাহর রাসূল ﷺ ।

প্রশ্ন: গাজওয়াতুল হিন্দে অংশগ্রহন করলে-লাভ কি?

উত্তর: সহিহ নিয়তে গাজওয়াতুল হিন্দে অংশগ্রহন করলে-সেই অংশ গ্রহণ করায় মৃত্যু হলে-সে শহীদ হিসেবে গণ্য হবে এবং বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর জীবিত থাকলে-গাজীদের অন্তর্ভূক্ত হবে। এই সম্পর্কে হাদিস নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ বলেন, রাসুল ﷺ বলেছেন-শেষ জামানায় পথভ্রষ্ট আলেম বৃদ্ধি পাবে আর তা দ্বীন ইসলামকে মৃত্যুর অবস্থাতে নিয়ে যাবে। ঠিক তখন আল্লাহ হযরত উমার রাঃ এর বংশ থেকে একজন বালককে পাঠাবেন। যার মাধ্যমে দ্বীন ইসলাম পুনরায় জীবিত হবে।(৫৯)

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল ﷺ কে বলতে শুনেছি ভবিষ্যতে হিন্দুস্তানের মুশরিকরা মুসলমানদের উপর খুবই নির্যাতন বৃদ্ধি করবে। তখন হিন্দুস্তানের পূর্ব অঞ্চল থেকে একটি মুসলিম জামাতের প্রকাশ ঘটবে। তাদের নেতৃত্ব দিবেন একজন দূর্বল বালক। তার নাম হবে মাহমুদ, তাঁর উপাধী হবে হাবীবুল্লাহ। তিনি হিন্দুস্তান বিজয় করে কাবার পথে ধাপিত হবে।

---

(৫৮) আস সুনানু ওয়ারিদাতুল ফিতান, ১৭৯১/আসারুস সুনান, ৮০৩
(৫৯) কিতাবুল ফিরদাউস, ৮০৬

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসুল ﷺ সে কাবার পথে ধাপিত হবে কেন? সে সময় কি কাবাগৃহ বিধর্মীদের দখলে থাকবে? রাসুল ﷺ বলেন, না। বরং সে খলিফা ইমাম মাহদীর নিকট বায়াত নিতে আসবে।[৬০]

হযরত আবু হুরায়রা ؓ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল ﷺ আমাদেরকে হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কারার প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন। কাজেই আমি যদি সেই যুদ্ধের নাগাল পেয়ে যাই, তাহলে আমি তাতে আমার জীবন ও সম্পদ ব্যয় করে ফেলবো। যদি নিহত হই, তাহলে আমি শ্রেষ্টত্বর শহীদের অন্তর্ভূক্ত হব। আর যদি আমি ফিরে আসি, তাহলে জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রাপ্ত আবু হুরায়রা হয়ে যাবো।[৬১]

প্রশ্ন: আচ্ছা যদি আমি ইমাম মাহমুদের সাথে যোগ দেই-এবং গাজওয়াতুল হিন্দের পূর্বেই মুত্যূ বরণ করি-তাহলে কি আমি গাজওয়াতুল হিন্দের শহীদের মর্যাদা লাভ করতে পারবো?

উত্তর: হ্যা, যদি আপনি সহিহ নিয়তে যোগদান করেন তবে অবশ্যই আপনি সেই মর্যাদা পাবেন। তার দলিল নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

আলক্বামাহ ইবনে ওয়াক্কাস আল লাইসী (রহ.) হতে বর্ণিত আমি উমর ইবনুল খাত্তাব ؓ কে মিম্বারের উপর দাড়িয়ে বলতে শুনেছি, আমি রাসুল ﷺ কে বলতে শুনেছি- কাজ (এর প্রাপ্য হবে) নিয়ত অনুযায়ী। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে। তাই যার হিজরত হবে ইহকাল লাভের অথবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে তবে তার হিজরত সেই উদ্দেশ্যেই হবে। যে জন্য সে হিজরত করেছে।[৬২]

প্রশ্ন: তাহলে আমি ইমাম মাহমুদকে কোথায় পাবো? কোন দেশের কোথায় তার জন্ম হয়েছে তা কি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত?

উত্তর: হ্যা তিনি কোন দেশের কোথায় জন্ম গ্রহন করবে? তা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। নিম্নে সেই হাদিসগুলো উল্লেখ করা হলো:

---

(৬০) কিতাবুল আকিব,১২৫৬/কাশফুল কুফা,৭৩২/আস সুনানু অরিদাতু ফিল ফিতান, ১৭০৩

(৬১) সুনানে নাসাঈ খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪২

(৬২) সহিহ বুখারী, ১/ মুসলিম, ২৩/৪৫/আহম্মদ, ১৬৮

মির ইবনে হুবাইশ (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আলী ﵁ কে বলতে শুনেছেন, তোমরা আমার কাছে জানতে চাও, আল্লাহর কসম! কেয়ামতের পূর্বে প্রকাশ পাওয়া শত শত দল যারা যুদ্ধে লিপ্ত হবে তাদের সম্বন্ধে আমার কাছে জানতে চাওয়া হলে, আমি তাদের সেনাপ্রধান, পরিচালনাকারী এবং আহবানকারী সকলের নাম বলে দিতে পারব। তোমাদের এবং কেয়ামতের মাঝখানে যা কিছু সংঘটিত হবে সবকিছু পরিস্কার ভাবে বলতে পারব।(৬৩)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী ﵁ বলেন, রাসুল ﷺ বলেছেন, ইমাম মাহদীর পূর্বে একজন ইমামের আর্বিভাব হবে। তাঁর নাম হবে মাহমুদ। তাঁর পিতার নাম হবে আব্দুল। সে দেখতে হবে খুবই দুর্বল। তাঁর চেহারায় আল্লাহ তা'য়ালা মায়া দান করবেন। আর তাকে সে সময়ের খুব কম মানুষই চিনবে। অবশ্যই আল্লাহ সেই ইমাম ও তাঁর বন্ধু যার উপাধি হবে ভাগ্যবান, তাদের মাধ্যমে মুমিনদের একটি বড় বিজয় আনবেন।(৬৪)

বুরায়দা ﵁ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি- "খুব শিঘ্রই মুশরিকরা তাদের বন্ধু অঞ্চলের মুসলমানদের উপর অত্যাচার বৃদ্ধি করে দিবে আর নির্বিচারে হত্যা করবে। তখন সেখানকার দুর্গম নামক অঞ্চল (তথা বালাদিল উসর) থেকে একজন দূর্বল বালক তাদের সঙ্গে মোকাবেলা করবে। আর তার নেতৃত্বেই মুমিনদের বিজয় আসবে (গাজওয়াতুল হিন্দ বিজয়)। রাবি বলেন, তিনি আর বলেছেন-তার একজন বন্ধু থাকবে যার উপাধী হবে সৌভাগ্যবান।"(৬৫)

ব্যাখ্যা: দুর্গম অঞ্চল (নাটোরের পূর্ব নাম নাতোর যার অর্থ দুর্গম)।

হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান ﵁ থেকে বর্ণিত আমি রাসুল ﷺ কে বলতে শুনেছি-শেষ যামানায় মাহদীর পূর্বে হিন্দুস্তানের পূর্ব দেশ হতে একজন নেতার প্রকাশ হবে। এবং সে দুর্গম নামক অঞ্চলে পাকা নামের

(৬৩) আল ফিতান নূয়াইম বিন হাম্মাদ, ৪৫
(৬৪) কিতাবুল ফিরদাউস, ৭৫৪
(৬৫) আস সুনানু ওয়ারিদাতুল ফিতান, ১৭৯১/আসারুস সুনান, ৮০৩

জনপদের অধিবাসী হবে। তার নাম মাহমুদ ও তার পিতার নাম ক্বাদির, তার মাতার নাম শাহারাহ্ হবে। এবং তার হাতে হিন্দুস্তান বিজয় হবে।[৬৬]

প্রশ্ন: আচ্ছা, বাংলাদেশের যে সব আলেম-উলামা শেষ জামানা নিয়ে গবেষণা করেন-তাদের মধ্যে কি কেউ এমন ইংগিত দিয়েছে-যে বাংলাদেশে একজন আল্লাহ প্রদত্ত নেতার আগমন ঘটতে পারে?

উত্তর: হ্যা, বাংলাদেশের যেই সকল আলেমগন-শেষ জামানা নিয়ে গবেষণা করে তাদের মধ্যে অন্যতম হলো-মুফতী কাজী ইবরাহীম (হাফিজাহুল্লাহ) বাংলাদেশে আল্লাহ প্রদত্ত একজন নেতা আগমন হতে পারে এ প্রসঙ্গে তার ৫১ মিনিটের আলোচনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো: (দীর্ঘ পাঁচ বছর অপেক্ষার পর বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিলেন মুফতি কাজী ইবরাহিম) এটা সার্চ দিলেই আলোচনা আসবে ‘ইনশাআল্লাহ’।

লিঙ্ক-(http://sharevideo1.com/v/MEhPUmJFMVJBWXc=?t=ytb&f=sy)
(http://sharevideo1.com/v/eUg3dWZtOVQwN3c=?t=ytb&f=sy)

পাঠকবন্ধু: অত:এব এখন আপনার দায়িত্ব আপনি পালন করুন। আল্লাহতা'য়ালা আমাদের সকলকেই ইমাম মাহমুদ-এর কাফিলাতে সারিবদ্ধ হওয়ার এবং বহুত কল্যাণ লাভের তাওফিক দান করুন (আমীন)।

পরিশেষে আমি সেই আয়াতটি আবার উল্লেখ করছি-যা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছিলাম-আল্লাহতা'য়ালা বলেন-

الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰىهُمُ اللّٰهُ وَ اُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝١٨

অর্থ: “যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং ভালো কথা সমূহের অনুসরন করে; এরাই হচ্ছে সেসব লোক যাদের আল্লাহতা'য়ালা সৎ পথে পরিচালিত করেন, আর এরাই হচ্ছে- বোধশক্তি সম্পন্ন মানুষ।”[(৬৭)]

সমাপ্ত

(৬৬) আখিরুজ্জামান আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামা

(৬৭) সূরা যুমার, আয়াত:-১৮